

উইলিয়াম কেরী ও অবিভক্ত দিনাজপুর (১৭৯৪-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ): একটি

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

স্বপন কুমার পাইন

প্রবন্ধসার:

বাংলায় আগত মিশনারীদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ড. উইলিয়াম কেরী। যদিও নীলকর সাহেব হিসাবে ১৭৯৪ খ্রীঃ তৎকালীন দিনাজপুর জেলার মদনাবতীতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু দিনাজপুরের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি যে ছাপ রেখে গিয়েছিলেন তা আজও ঐতিহাসিকদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি নীলকর সাহেব হিসাবে কতটা সফল হয়েছিলেন সেবিষয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক থাকলেও দিনাজপুরের সমাজ এবং শিক্ষাজগতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর অধীনস্থ মদনাবতীর নীলকুঠী অঞ্চলে তিনি শুধুমাত্র শিক্ষালয় স্থাপন করেননি, শিক্ষালয়ে শিক্ষার স্বার্থে তিনি সেখানকার নীলচাষীদের বাধ্যতামূলক নীলচাষ থেকেও অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কেরী তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ৬ বছর (১৭৯৪-১৭৯৯ খ্রি.) দিনাজপুরের মদনাবতী নামক অখ্যাত একটি গ্রামে কাটিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই প্রথম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের বীজ বপন করেছিলেন। দিনাজপুরে উইলিয়াম কেরীর কর্মকাণ্ডের বিষয়ে গবেষকরা খুব বেশি তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। অর্থাৎ ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’ এই স্লোগান যদি বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে উইলিয়াম কেরীর স্মৃতি বিজড়িত দিনাজপুরের এই ছোট্ট মদনাবতীতে কেরীর অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লেখকের এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল, মদনাবতী তথা দিনাজপুরের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরীর সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদান এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে, তাকে ইতিহাসের পাতায় তুলে আনা।

সূত্রশব্দ : উইলিয়াম কেরী, মদনাবতী, দিনাজপুর, নীলকুঠী, মিশনারি, মুদ্রণ যন্ত্র, সতীদাহ

প্রাক-কথন:

পতুগিজ, ফরাসী ও ব্রিটিশরা যখন নিজ নিজ ব্যবসার প্রয়োজনে ও লুণ্ঠনের তাগিদে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে বাংলা তথা দিনাজপুরের ভূখণ্ডগুলির দিকে, তখন বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অপশাসন চূড়ান্ত

পর্যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাংলার মুর্শিদকুলী খাঁ, যার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, কৌশল ও তৎপরতা ছিল প্রশংসাযোগ্য। মুর্শিদকুলীর কৌশলকে পরাভূত না করতে পেরেই ইংরেজরা তাকে নৃশংস নবাব আখ্যা দিয়ে তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করেন। আসলে মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্বের ক্ষতি করে ইংরেজদের বাংলায় উদ্ধত থাকা বসাতে দেয়নি। সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজরা তাঁর চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ বসাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, অক্ষয় দিল্লীর নবাব ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা ব্যায়ে টাকশালে কোম্পানির মুদ্রা ছাপানোর সনদ দিলে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলায় তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণে ইংরেজরা তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? কিন্তু মুর্শিদদের পরবর্তীকালে ইতিহাসের কালচক্রে ইংরেজরা ধীরে ধীরে কুচক্রীদের সহায়তায় বাংলার ক্ষমতা দখল করে। সেই সূত্রে, বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী এবং মিশনারিদেরও বাংলায় আগমন ঘটে। বাংলায় আগত মিশনারীদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ড. উইলিয়াম কেরী। যদিও নীলকর সাহেব হিসাবে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন দিনাজপুর জেলার মদনাবতীতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু দিনাজপুরের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি যে ছাপ রেখে গিয়েছিলেন তা আজও ঐতিহাসিকদের মনে বিস্ময়ের উদ্ভেক করে।

ড. উইলিয়াম কেরীর বিষয়ে জানার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল উইলিয়াম কেরীর নিজস্ব লেখনী এবং Eustace-এর রচনাবলী। এছাড়াও কেরী সম্পর্কে স্বদেশ এবং বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাবলী গবেষকদের ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানে সাহায্য করে। কিন্তু কেরী যে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ৬ বছর দিনাজপুরের মদনাবতী নামক অখ্যাত একটি গ্রামে কাটিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই প্রথম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের বীজ বপন করেছিলেন, সেবিষয়ে গবেষকরা খুব বেশি তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। অর্থাৎ ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’ এই স্লোগান যদি বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে উইলিয়াম কেরীর স্মৃতি বিজড়িত দিনাজপুরের এই ছোট মদনাবতীতে কেরীর অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লেখকের এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল, মদনাবতী তথা দিনাজপুরের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরীর সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদান এখনও অনাবিস্কৃত রয়েছে, তাকে ইতিহাসের পাতায় তুলে আনা।

দিনাজপুর জেলার পটভূমি :

বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রশাসনিক সুবিধার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির উত্তরাংশে অবস্থিত জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, মালদা, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী এই জেলাগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল রাজশাহী বিভাগ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর পরই দিনাজপুরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ দিনাজপুর ছিল জলপথ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি জনপদ। সুবিষ্ঠিত এই ভূখণ্ড অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দিনাজপুর নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরিচিতি লাভ করে। ফ্রান্সিস বুকানন ‘দিনাজপুর রিপোর্টে’ দিনাজপুরের জমিদারিকে ‘দিনাজপুর রাজ’ বলে অভিহিত করেছেন। E.V. West Maccott-এর ‘The Territorial Aristocracy of Bengal : The Dinajpur Raj’^১ নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ‘দিনাজ’ বা ‘দনুজ’ নামে এক ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার সেখানে বাস করতেন, সেখানে তাঁর বহু অনুগামীরাও বাস করতেন। দিনাজের নাম অনুসারে ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল দিনাজপুর নামে

পরিচিতি লাভ করে। তবে একথাও জানা যায় যে কোন এক হিন্দু জমিদার ধীরে ধীরে ক্ষমতা সঞ্চয় করে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ঐ হিন্দু জমিদার ছিলেন রাজা গণেশ।^২ তিনি ‘দনুজমর্দন দেব’ উপাধি ধারণ করেছিলেন, যার থেকে দিনাজপুর নামটি এসেছে। রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং দরিত্রের উদ্ধারকর্তা অর্থাৎ ‘দিনরাজ’। এই দিনরাজ থেকেই জেলার নাম হয় দিনরাজপুর এবং পরবর্তীতে নামটি পরিবর্তিত হয়ে ‘দিনাজপুর’ এ পরিণত হয়। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে দিনাজপুর নামটির উৎপত্তি হয়েছে ১৪১৪ সালে। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায় যত্ন সহকারে এই শহরটিকে গড়ে তুলেছিলেন।^৩ এই রামনাথ প্রথমে বানগড়ে ছিলেন পরে, তিনি দিনাজপুরে চলে আসেন। ঐতিহাসিকদের মতের ভিন্নতা যাই থাকুক না কেন, দিনাজপুর জেলা গঠন নিয়ে যে কথ্যটি বলা যায় তা হল ১৫৮২ খ্রি. মোঘল সম্রাট আকবরের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী টোডরমাল বাংলা প্রদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় ভাগ করেছিলেন। তার মধ্যে সরকার তাজপুর, সরকার পিঞ্জরা এবং সরকার ঘোড়াঘাট দিনাজপুর ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দেওয়ানী লাভের পরই দিনাজপুরের জমিদারি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। ব্রিটিশরা ১৭৭৩ খ্রি. তাদের প্রশাসনিক সুবিধার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন। এগুলি ছিল যথাক্রমে কোলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকা। অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রি. দিনাজপুরের পরগনা ছিল ১২১টি এবং আয়তন ছিল ১১১৯ বর্গ মাইল।^৪ অতঃপর কোম্পানির সরকার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৭৮৬ খ্রি. দিনাজপুরকে স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে ঘোষণা করে এবং সেসময়ে দিনাজপুর জেলার প্রথম কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হন মি. জর্জ হ্যাচ। ১৭৮৬ খ্রিঃ ২রা মে জর্জ হ্যাচ দিনাজপুর জেলার কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে ১৭৮৬ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে জর্জ হ্যাচ দেওয়ানী আদালতের বিচারক হিসাবেও নিযুক্ত হন। অর্থাৎ, জর্জ একই সঙ্গে জেলা কালেক্টর, জেলা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই তিনটি পদে নিযুক্ত হন। একই ব্যক্তিকে জেলার তিন শীর্ষপদে নিয়োগের পেছনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল দিনাজপুরের অশান্তি দূর করে বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা এবং কোম্পানির কোষাগার সুরক্ষিত রাখা। আসলে জেলার রাজস্ব, শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়ে অশান্ত দিনাজপুর জেলা যাতে কোম্পানির বিশেষ চিন্তার কারণ না হয়ে দাঁড়ায় এইসব কথা মনে রেখেই কোম্পানি হ্যাচ কে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী করে দিনাজপুর জেলায় তাকে কোম্পানির প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।^৫

উইলিয়াম কেরী : নীলকর থেকে সমাজ সংস্কারক :

ড. উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে স্বদেশ থেকে কোলকাতায় স্থপরিবারে পৌঁছান। সেখান থেকে প্রথমে ব্যাঙেলে এবং পরে যশোহর জেলার সাতক্ষীরার সুন্দরবন অঞ্চলের তাঁর জীবন কাটে। সেখান থেকে দেবহাটা যাবার পথে কালতলা গ্রামে সেখানকার লবন তৈরীর কারখানার কর্ণধার চার্লস শর্টের সাথে তার পরিচয় হয়। চার্লস শর্টই প্রথমে তাকে ড. টমাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর ড. টমাস কেরীর আর্থিক দুর্গতি নিবারণের জন্য উদ্যোগ নেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিনাজপুর ও মালদহ নীলকুঠির মালিক উডনি সাহেবের মাদনাবতী নীলকুঠীতে চাকরি পান। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন উইলিয়াম কেরী ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সেকারনেই নীলকুঠীতে চাকরি করার পাশাপাশি দিনাজপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেন।^৬ তৎকালীন বঙ্গদেশের

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থাকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে কোন ইংরেজ করতে পারেননি। মিশনারী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তাঁর জীবনের একচল্লিশ বছর ব্যয় করেন। সঙ্গত কারণেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ড. উইলিয়াম কেরীকে ‘Father of Modern Bengal’ বা ‘আধুনিক বঙ্গদেশের পিতা’ বলে অভিহিত করেছেন।^৭ অন্যান্য নীলকরদের সঙ্গে উইলিয়াম কেরীর পার্থক্য বোঝানোর জন্য অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে দিনাজপুরের নীলকরদের কার্যাবলী কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইংরেজ শাসকরা মূলত ব্যবসায়ী বুদ্ধি নিয়েই বঙ্গদেশে হাজির হয়েছিলেন। প্রখর বাস্তব বুদ্ধির কৌশলে তাঁরা খুব সহজেই পর্তুগিজ, ডাচ ও ফরাসীদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য কায়ম করেছিল। তাদের এই সজাগ বুদ্ধি বঙ্গদেশে উর্বর ফসল ফলার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হ'ল। তারা খাদ্য ফসলের পরিবর্তে বানিজ্য ফসল রূপে বাংলার মাটিতে নীলচাষ শুরু করল। এর মূল কারণ ছিল অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে তখন দ্রুত গতিতে বস্ত্রশিল্প এগিয়ে চলছিল এবং এই বস্ত্র রং করার জন্য নীলের খুব প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ সেই সময়ে ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে নীলের চাহিদা দেখা দেওয়ায় তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার বাংলায় চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করিয়ে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠিতেন।^৮ সেই সময়কালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর নীলকুঠী তৈরি করা হয়। ১৭৮০ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিনাজপুরেও প্রচুর নীলকুঠী গড়ে ওঠে। দিনাজপুরের নীলকর সাহেবরা রাজা বৈদ্যনাথ এবং রাজা রাধানাথের কাছ থেকে প্রচুর জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নীলচাষ শুরু করেন। দিনাজপুর জেলার সুজানগর, মাহিনগর, মথুরাপুর, দেলওয়ারপুর, বাজিতপুর, রাধাবল্লভপুর, কান্তনগর, সন্তোষপুর, সুলতানপুর, জাহাঙ্গীরপুর, সমঝিয়া, দেবীকোট, করদহ, জগদলপুরট, খিদিরপুর, মদনাবতী ও রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর^৯ এলাকার নীলকুঠী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন রাজন্যবর্গ সৃষ্টি হয়। এই সময়ে দিনাজপুরের কিছু কিছু জমিদার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শরীক কিংবা পার্শ্ববর্তী জমিদারকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যে নিজের এলাকায় নীলকরদের ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়ে ছিলেন। নীলকর সাহেবরা এইসব পরগনার বিস্তারিত জমিতে নীলচাষ শুরু করেন। তারা চাষীকে সামান্য কিছু টাকা দান দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব চাষীর উপর ন্যস্ত করত। কোনো চাষী নীল বুনতে অস্বীকার করলে নীলকরের কারাগারে বন্দি হয়ে তাকে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হতো। এমনকি তাদের ঘরবাড়িও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হত। চাষীর সঙ্গে নীলকরদের চুক্তি ছিল চিরজীবনের দাসখত স্বরূপ। দিনাজপুরের নীলকুঠী গুলির মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক ছিল মহিপাল দিঘী নীলকুঠী ও মদনাবতী নীলকুঠী। এই দুটি নীলকুঠীরই মালিক ছিলেন উডনি সাহেব। উডনি সাহেব উক্ত নীলকুঠী দুটির সাফল্য লাভ করায় ঐ অঞ্চলে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে আরো চারটি নীলকুঠী স্থাপন করেন। এগুলি হল যথাক্রমে- মাধববাটি নীলকুঠী, বংশীহারী থানার অধীন খিদিরপুর নীলকুঠী, বিরল থানার অন্তর্গত সাদামহল নীলকুঠী এবং ইটাহার থানার অধীনস্থ মহানন্দা নদীর পাড়ে চুড়ামন নীলকুঠী।^{১০} দিনাজপুর জেলার নীলকুঠী গুলির মূল পরিচালক ছিলেন মি. হোয়াইট নামে একজন ইংরেজ নীলকর। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা শহর গঠিত হলে জর্জ হ্যাচ নামক একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হন। কিন্তু নীলকর সাহেবরা জেলা কালেক্টরকে খুব বেশি গ্রাহ্য করতেন না। কারণ জেলা কালেক্টর নীলকরদের শোচনীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের কাছে রিপোর্ট

উইলিয়াম কেরী ও অবিভক্ত দিনাজপুর (১৭৯৪-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ): একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

পেশ করেছিলেন। অবশ্য নীলকর সাহেবদের মধ্যেও যথেষ্ট ব্যতিক্রম ছিল। এই ব্যতিক্রমী নীলকর সাহেব ছিলেন ড. উইলিয়াম কেরী। তিনি নীলকর সাহেব হিসাবে কতটা সফল হয়েছিলেন সেবিষয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক থাকলেও দিনাজপুরের সমাজ এবং শিক্ষা জগতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর অধীনস্থ মদনাবতীর নীলকুঠী অঞ্চলে তিনি শুধুমাত্র শিক্ষালয় স্থাপন করেননি, শিক্ষালয়ে শিক্ষার স্বার্থে তিনি সেখানকার নীল চাষীদের বাধ্যতামূলক নীলচাষ থেকেও অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তাঁর এইসব সামাজিক কর্মকাণ্ডে মি. হোয়াইট অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি দিনাজপুরে খুব বেশিদিন থাকতে পারেননি। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে দিনাজপুর থেকে শ্রীরামপুরে চলে যেতে হয়।

উইলিয়াম কেরীর দিনাজপুর আগমন:

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার কর্তৃক দিনাজপুর জেলা গঠনের পরপরই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু নীলকুঠী গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কুশমন্ডীর ঐতিহাসিক মহীপাল দীঘির ধারে অবস্থিত নীলকুঠী এবং মদনাবতীর মেঘডমুর দীঘির পাড়ে অবস্থিত নীলকুঠী।^{১১} ১৭৯৩ খ্রীঃ মি. টমাস কুশমন্ডীর ঐতিহাসিক নীলকুঠীর দায়িত্ব নিয়ে দিনাজপুর আসেন। ড. উইলিয়াম কেরী ছিলেন মি. টমাস এর ব্রিটিশ বন্ধু। টমাস তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কাছে উইলিয়াম কেরীর নাম সুপারিশ করেন মদনাবতীর নীলকর হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য। টমাস সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের অনুরোধে ১৭৯৪ সালে ১১ নভেম্বর উইলিয়াম কেরী মহানন্দা-টাঙ্গন নদী ধরে মদনাবতীতে আসেন। সেখানে মালদহের বিখ্যাত ইন্ডিগো প্ল্যান্টার মি. উডনীর অর্থানুকূলে ড. উইলিয়াম কেরী নীলকর হিসাবে তাঁর কার্যাবলী শুরু করেন।^{১২} কিন্তু ব্রিটিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী ড. কেরী নিজেকে নীলকর হিসাবে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কারণ তাঁর কাছে শিক্ষাই ছিল সর্বোচ্চ এবং তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই মানুষকে কুসংস্কার ও জাতপাতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে। ভারতে আসার আগে তিনি স্বদেশে শুধু শিক্ষকতাই করেননি, উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল, বিশেষতঃ কৃষিবিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশংসিত।^{১৩} শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, একজন মিশনারী হিসাবে তাঁর মধ্যে মানবসেবার ব্রতও কাজ করেছিল। নীলকর হিসাবে মদনাবতী এবং তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকার ধর্মীয় বিবাদ লক্ষ্য করে তাদের কে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজেও মন দিয়েছিলেন।^{১৪} নীলকর ব্যতীত উইলিয়াম কেরী মদনাবতী তথা দিনাজপুরের সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাস পিপাসুদের মনে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক ঘটায়। যদিও তিনি খুব বেশিদিন দিনাজপুরে থাকতে পারেননি, তথাপি তাঁর এই স্বল্প কালের (১৭৯৪-১৭৯৯ খ্রি.) মধ্যেই তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

উইলিয়াম কেরী ও মদনাবতী:

মালদা জেলা গঠনের পূর্বে মদনাবতী দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদা জেলা গঠিত হলে মদনাবতী মালদা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যদিও এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মহলে বহু বিতর্ক আছে, তথাপি উইলিয়াম কেরী তাঁর স্মৃতিকথায় বিষয়টিকে পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছিলেন—

“My place is about thirty miles further north, from Malda and Mr. Thoma’s sixteen or seventeen miles further than mine. We are situated between the rivers Tanquam (Tangan) and Purabudda (Punarbhava) in the district of Dinagepore, and within a hundred and twenty miles of Tibet. The name of my place is Maudnabatty, that of Mr. T. Moipaldiggy.”^{১৫}

দিনাজপুরের প্রথম গেজেটিয়ার এর লেখক F. W. Strong এবং মালদার প্রথম গেজেটিয়ার এর লেখক Lambourn বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে উইলিয়াম কেরীর স্মৃতিবিজড়িত মদনাবতী নীলকুঠী দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই মদনাবতী যে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে এর আগে অবিভক্ত দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। J. C. Sengupta-র গেজেটিয়ারেও বলা হয়েছে—

“Both Strong in his Gazetteers of Dinajpur and Lambourn in his Gazetteers of Malda stated that Madnabati where the famous missionary William Carey stayed at one time was situated in the district of Dinajpur. It may be recalled that the District Gazetteer of Dinajpur was published 1912 while that of Malda was published in 1918. As there is only one record of transfer of some village from the district of Dinajpur to Malda after 1918 and as these villages were originally situated in police stations of Parsha and Tapan and not in Bangshihari of the district of Dinajpur, it is only reasonable to conclude the village of Madnabati was not involved in this transfer.”^{১৬}

টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর মাঝখানে অবস্থিত মদনাবতীতেও একটা নীলকুঠী ছিল, যার কর্ণধার ছিলেন উইলিয়াম কেরী। এর দক্ষিণ দিকে ছিল বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী। উইলিয়াম কেরী মদনাবতীর নীলকুঠীর দায়িত্বে থাকাকালীন সেই চতুষ্পাঠীতে প্রায়ই যেতেন এবং সেখানকার লোকদের বিদ্যাভ্যাস ও সাংস্কৃতিক ধারা লক্ষ্য করতেন। দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের ফলে ধর্ম বিষয়ে সেখানকার অধিবাসীদের গোঁড়ামী লক্ষ্য করে কেরী সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানকার মানুষের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের মহান ব্রত প্রচার করে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই কেরী সাহেব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্ট ধর্মের বদলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হাতের লেখা, গণিত শিক্ষা ও হিসাব শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেন। কেরীর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে ক্রমবিকাশের ধারা তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেবেন। এর সাথে সাথে শেখানো হত পবিত্র বাইবেলের পাঠ। তাই শিক্ষা সংক্রান্ত একটা পরিকল্পনা উইলিয়াম কেরী মদনাবতীতে এসেই তৈরী করেছিলেন। ইতিহাসের এই সুবর্ণরেখা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক P. C. Ghosh বলেছেন— “In 1794 Carey started his first school there (Madnabati) with few local boys teaching them reading, writing, arithmetic, the local accounting system and Christianity.”^{১৭}

মদনাবতী কুঠীতে থাকাকালীন উইলিয়াম কেরী যে জার্নাল বের করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি দিনাজপুরে দুটো কলেজ তৈরীরও পরিকল্পনা করেছিলেন। উক্ত জার্নাল থেকে জানা যায়—

“Mr. Thomas and I founded a plan for creating two colleges- one here (Madnabati) and other at his residence (Mohipal) where we intended to educate twelve lads viz. six Hindoos and six Mousalmans at each place. A Pundit is to have the charge of them, and they are to be taught Sanskrit, Bengali and Persian; the Bible is to be introduced, and perhaps a little philosophy and geography. The time of their education is to be seven years, and we find them meal, clothing, lodging etc. We are now inquiring for children proper for the purpose. We have also determined to

require that the Society will advance money for types to print the Bengali Bible, and make us their debtors for the sum, which we hope to be able to pay off in one year; and it will also be requisite to send a printing press from England. We will, if our lives are spread, repay the whole, and print the Bible at our own expense, and I hope the Society will become our creditors by paying for them when delivered. Mr. Thomas is now preparing letters for specimens which we hope will be sent by this conveyance.”^{১৮}

তবে উইলিয়াম কেরীর এই শিক্ষা পরিকল্পনা এলাকায় কতটা প্রসার লাভ করেছিল সেই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মতের ভিন্নতা থাকলেও, তৎকালীন ভৌগলিক পরিস্থিতি, যোগাযোগের অবিন্যস্ত অবস্থা, ধর্মীয় গোড়ামী, অবিশ্বাসী মনোভাব ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটি চালানোর তাগিদে তাঁদের ছাত্র সংগ্রহের অভিযান ছিল নিরবচ্ছিন্ন। আসলে উচ্চবর্ণের মানুষের অতিরিক্ত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মানসিকতা লক্ষ্য করে, টমাস ও কেরী নিম্নবর্ণীদের মধ্যে থেকেই ছাত্র-সংগ্রহ করার উদ্দীপনা নিয়েছিলেন। সেদিক থেকে চিন্তা করলে টমাস ও কেরী ছিলেন এই জেলার নিম্নবর্ণীয় মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের পূর্বসূরী।^{১৯}

২০২১ সালের ১৭ আগস্ট উইলিয়াম কেরীর ২৬০তম জন্মদিনে প্রাবন্ধিক একদল গবেষকের সঙ্গে মদনাবতীর মেঘডবুর দীঘির পাড়ে কেরীর স্মৃতিবিজড়িত নীলকুঠী অঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। ঐ শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মদনাবতীতে কেরীর জীবন ও বাংলা ভাষা চর্চা, পুস্তক প্রকাশনা, মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং মদনাবতীতে কেরীর কর্মকাণ্ড বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা। মদনাবতী এবং কুশমন্ডীর ঐতিহাসিক মহীপাল দীঘি পর্যবেক্ষণের পর সংগতভাবেই মনে হয় শিক্ষাব্যবস্থায় কোন জাতপাতের বিধিনিষেধ থাকা চলে না এবং একই শিক্ষাব্যবস্থায় সমানভাবে শিক্ষা প্রসার হওয়া উচিত। সেদিক থেকে তাঁরাই এই জেলার প্রথম উদ্যোক্তা। উইলিয়াম কেরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, কোলকাতার বিখ্যাত পণ্ডিতদের মদনাবতীতে নিয়ে এসে তাদেরকে বিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণের এইসব শিশুদের পাঠদানের কাজে লাগানো। এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- রামরাম বসু, কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, গোলকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।^{২০} এইসব বাঙালী পণ্ডিতদের সহায়তায়ই উইলিয়াম কেরী শিশুদের পাঠ্যসূচী ও বাংলা বই রচনা করেন। অতএব, একথা বললে অত্যাচার হবে না যে বাস্তব জীবন অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার জ্ঞান দিনাজপুরের মাটিতেই জন্ম নিয়েছিল। পাশাপাশি একথাও বলা যায় যে পুঁথি ছাপানোর প্রয়োজনে কেরী সাহেব তার সাথে যে মুদ্রণ যন্ত্র এনেছিলেন তার ব্যবহারও এই জেলায় প্রথম করা হয়। এটাও আধুনিক শিক্ষাক্রমবিকাশের একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তবে আর্থিক সহযোগিতার অভাবে উইলিয়াম কেরীর এই প্রকল্প বেশিদূর এগোতে পারেনি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কেরীর জার্নালে, যেখানে তিনি বলেছেন— “The school would have been larger had we been bear the expense, but as among the scholars there are several orphans whom we wholly maintain, we would not venture presently on any further expense...”^{২১}

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যপ্টিস্ট মিশনারি কর্তৃপক্ষ ফাউন্টেনের এক যুবককে কেরীর চিন্তাধারার সফল রূপ দিয়ে সাহায্য করতে মদনাবতীতে পাঠান। তার সহায়তায় ঐ বছরেই কেরী দিনাজপুর শহরে ব্যপ্টিস্ট মিশন এবং মদনাবতীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাশাপাশি বুনিয়াদপুরের খিদিরপুরেও এরকম আরেকটি স্কুল চালু করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উইলিয়াম কেরী স্থানীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে বাংলা মাধ্যমে ইংল্যান্ডের

শিক্ষাব্যবস্থার চণ্ডে শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ কেরী ছিলেন দৃষ্টির অগোচরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত।^{২২}

মদনাবতী ও দিনাজপুর শহর ছাড়াও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পার্শ্ববর্তী মালদহ ও সাদামহল নীলকুঠী অঞ্চল। ড. কেরী শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, স্কুলে কীভাবে শিক্ষার্থী জোগাড় করা যায়, সেই বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনা ছিল। এইজন্য তিনি বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, এগুলি ছিল যথাক্রমে—

১. স্কুলে ছাত্র জোগাড় করতে তাদের অভিভাবকদের জমির খাজনা মুকুব করা, যাতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে।

২. বাধ্যতামূলক নীলচাষ বন্ধ করা। যেখানে ইংরেজ নীলকররা স্থানীয় চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করতো, সেক্ষেত্রে কেরী ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম, তিনি শিশুদের শিক্ষাঙ্গনে আনার স্বার্থে তাদের অভিভাবকদের বাধ্যতামূলক নীলচাষ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

৩. অভাব এবং দারিদ্রের কারণে স্থানীয় শিশুরা স্কুলে আসত না, একথা উপলব্ধি করে ড. কেরী তৎকালীন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসে ২ টাকা টিফিনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪. বাংলা ভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে তারা মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

৫. বাংলা লিপি যাতে ছাত্রছাত্রীরা সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারে তার জন্য মুদ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। মুদ্রণ যন্ত্রটি প্রথমে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে ব্যবহার হলেও পরবর্তী সময়ে শিশুদের বাংলা লিপি ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাইরে দিনাজপুরে প্রতিষ্ঠিত উইলিয়াম কেরীর ছাপাখানা বাংলার জেলাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম।^{২৩}

মদনাবতীতে সতীদাহ প্রথা ও উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা:

তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত এক অমানুষিক বর্বর কুপ্রথা ছিল ‘সতীদাহ প্রথা’ যা উইলিয়াম কেরী প্রত্যক্ষভাবে দিনাজপুরের মদনাবতীতে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় তার বিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার এই প্রথা উইলিয়াম কেরীকে গভীরভাবে আহত করেছিল, যার প্রমাণ কেরীর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—

“On 1st April 1799, when I was returning from Calcutta I saw the Satiamoron, or a woman burning herself with the corpse of her husband, for the first time in my life. Being evening, we got out of the boat to walk, when we saw a number of people assembled on the river side. I asked them what they were met for and they told me to burn the body of a dead man. I inquired if his wife would die with him; they answered Yes, and pointed to the women. She was standing by the pile, which was made of large billets of wood, about 2.5 feet high, 4 feet long, and 2 feet wide, on the top of which lay the dead body of her husband.”^{২৪}

উইলিয়াম কেরী সতীদাহ প্রথার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ওখানকার সমবেত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং জানতে চান, কেন এই প্রথা দীর্ঘদিন চলে আসছে! তিনি উত্তর পান, এটা হচ্ছে হিন্দু সমাজের নারীদের সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রচলিত একটি পবিত্র প্রথা। তিনি তাদেরকে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে অমানবিক এবং অশাস্ত্রীয় বলে বোঝানোর চেষ্টা করলে সমবেত জনতা তাকে স্থান ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু উইলিয়াম কেরী দীপ্ত কণ্ঠে

উইলিয়াম কেরী ও অবিভক্ত দিনাজপুর (১৭৯৪-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ): একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

ঘোষণা করেন আমি এখানেই থাকব এবং পুরো সতীদাহ প্রথা না দেখে স্থান ত্যাগ করব না। অতঃপর তিনি গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঐ পৈশাচিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের দিক থেকে কোনও উত্তর না আসায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মদনাবতী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।^{২৫} অর্থাৎ সেদিক থেকে দেখতে গেলে ড. উইলিয়াম কেরী ছিলেন প্রথম মানবতাবাদী, যিনি হিন্দু-সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বসূরী।

প্রাপ্তি-সিদ্ধান্ত-মূল্যায়ন:

উপরোক্ত পর্যায়ক্রমিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—

১. দিনাজপুরের মানুষ এবং দিনাজপুরের বৃহত্তর সমাজ পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগেই। একথা ঠিক যে তার শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা দিনাজপুরের সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত না হলেও টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা এবং স্থিতবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কেরীর উদ্যোগে প্রথম আধুনিক শিক্ষার আলো দিনাজপুরে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

২. অষ্টাদশ শতকের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেরীর শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ছিল সমাজ সংস্কারের অঙ্গ, কারণ তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় গোড়ামীকে অগ্রাহ্য করে কেরী সাহেব নিম্নবর্ণীয় সমাজকে আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু না হলে, নিম্নবর্ণীয় শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষাঙ্গনের প্রতি আকৃষ্ট হবে না একথা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন সেই সময়ে।

৩. অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে সমগ্র বাংলা তথা দিনাজপুর ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্রে পরিণত হয়। যার ফলে উপনিবেশিক শাসকের মদতপুষ্ট নীলকরদের অত্যাচার চরমে ওঠে। মানুষের দারিদ্র্যতা ও অত্যাচারের অবলীলা দিনাজপুরের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষার ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। ঠিক সেই সময়ে দিনাজপুরে কেরী সাহেবের আগমন এবং সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা মানুষের মনে কিছুটা হলেও দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছিল।

৪. ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী দিনাজপুর জেলার মদনাবতী কুঠী ছেড়ে শ্রীরামপুর চলে যান। কেন তিনি মদনাবতী ত্যাগ করে শ্রীরামপুর চলে গেলেন এবিষয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে একটা বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত যে, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ফলে দিনাজপুরে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। ঘটনাটা একটু খুলে বলা যাক- প্রথমত, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিনাজপুরের জমিদাররা মানতে বাধ্য হলেও কৃষকরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ দিনাজপুর জেলায় আরো ৭ বছর জীবিত ছিল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ প্রায় যুদ্ধের আকার নেয় এবং বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এমতাবস্থায় উইলিয়াম কেরী মদনাবতীতে থাকা সুরক্ষিত বলে মনে করেননি। দ্বিতীয়ত, উইলিয়াম কেরী ইংরেজ কোম্পানির শোষণ প্রবৃত্তি জনিত অনুদারতায় অনেকটা হতোদ্যম হয়েই ১৭৯৯

খ্রিস্টাব্দে মদনাবতী ত্যাগ করেছিলেন। তৃতীয়ত, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর প্রিয় পুত্র পিটার কেরীর মৃত্যু উইলিয়াম কেরীর মনে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করেছিল।

৫. তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একজন খ্রিস্টান মিশনারীর প্রতিবাদ হিন্দু সমাজের আধুনিকীকরণের পথকে অনেকটা প্রসারিত করেছিল।

৬. উইলিয়াম কেরীর লেখায় দিনাজপুরের তৎকালীন কৃষিব্যবস্থার বর্ণনা বিশেষত, জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী শস্য উৎপাদন প্রণালী এবং অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যা আজকের ইতিহাস গবেষকদের কাছে এক জীবন্ত দলিল।

আলোচনার নির্ধারিত হিসেবে বলা যায়, উইলিয়াম কেরী প্রথম জীবনে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটির জন্য সর্বাধিক সময় অতিবাহিত করেন এবং সেইসূত্র ধরেই তাঁর মধ্যে মানবসেবার বীজ রোপিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে তিনি যখন ভারতবর্ষের মাটিতে উপনীত হলেন তখন অনিবার্য আর্থিক প্রতিকূলতা এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় তাঁকে ব্যথিত করে। এমতাবস্থায় অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি মদনাবতীর নীলকুঠীতে চাকুরিতে যোগ দেন। কিন্তু মনে-প্রাণে বিশ্বাসী একজন মিশনারীর পক্ষে শুধুমাত্র নীলকর হিসেবে জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব ছিল না। নীলকুঠীর চাকুরির পাশাপাশি তিনি দিনাজপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠার কাজেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কেরীর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি যেকোনো বাস্তব পরিস্থিতিতে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। স্বভাবত তৎকালীন বঙ্গদেশ তথা দিনাজপুরের সামাজিক-ধর্মীয় পরিস্থিতিতে তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করে তার সংস্কার কাজে আত্মদানে ব্রতী হন। দিনাজপুরে মাত্র ছ'বছরের মধ্যে তিনি যেসব সামাজিক সংস্কারকর্মে মনোবিশেষ করেছিলেন তা একজন নীলকর সাহেবের পক্ষে যথেষ্ট 'বেমানান' ছিল। কেননা ঔপনিবেশিক যুগে নীলকর এবং শোষণ-অত্যাচার সমার্থক— ইতিমধ্যে এই ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কেরী সেই প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে শুধুমাত্র বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষাবিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থেমে থাকেননি, পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারের প্রতিও মনোনিবেশ করেছিলেন এবং স্থানিক জনপদ পরিসরের আস্থা অর্জনেও সফলতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মনে-প্রাণে বিশ্বাস ছিল, সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক শর্তই হল বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষার প্রসার। পাশাপাশি তিনি এও অনুধাবন করেন মাতৃভাষাই হতে পারে সেই শিক্ষা প্রসারের একমাত্র বাহন। একারণে শুরুতেই তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ধর্মীয় শিক্ষার প্রধানুগ ব্যবস্থার পরিবর্তে মদনাবতীর মত প্রান্তিক জনপদে বাংলা ভাষায় গণিত ও হিসাব শিক্ষার প্রচলন— এই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের সিদ্ধান্তটিও একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। তৎকালীন সময়ে কেরী কর্তৃক সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আত্মজীবনে তার অনুপুঞ্জ বিবরণ ঐতিহাসিকদের নতুন কিছু ভাবনার অভিমুখ নির্দেশ করে। অর্থাৎ বর্তমান প্রেক্ষিতে উইলিয়াম কেরীকে শুধু একজন মিশনারী হিসেবে নয়, নীলকর হিসেবেও নয়, একজন মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক হিসেবেও আলোচনার পাদপ্রদীপে নিয়ে আসাটা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

উইলিয়াম কেরী ও অবিভক্ত দিনাজপুর (১৭৯৪-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ): একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

তথ্যসূচি:

- ১। সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র চন্দ্র. ১৯৬৫, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার: ওয়েস্ট দিনাজপুর, স্টেট এডিটর, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, কোলকাতা, পৃ. ৫১-৫২
- ২। ঐ, পৃ. ৫১
- ৩। দেব, রণজিৎ. ২০১৩, দিনাজপুরের উৎস, নামকরণ ও রাজবংশাবলী। *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দেশ প্রকাশন, কোলকাতা, পৃ. ৩১-৩৫
- ৪। তদেব, পৃ. ৩৫
- ৫। দাস, জীবেশ. ১৯৯৮, *উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাস*, বিশ্বজ্ঞান, কোলকাতা, পৃ. ৩৮
- ৬। চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ এবং গুপ্ত, শুভাশীষ. ২০১৪, *দিনাজপুর* (১৭৫৭-১৯৪৭), নিজস্ব প্রকাশনা, কোলকাতা, পৃ. ৭৭
- ৭। অধিকারি, মার্টিন. ২০১২, *উইলিয়াম কেরী এন্ড বেঙ্গল রেনেসাঁস*, দ্যা ডেইলী স্টার, ১৬ আগস্ট, বাংলাদেশ
- ৮। রায়, ধনঞ্জয়. ২০০৬, *দিনাজপুর জেলার ইতিহাস*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কোলকাতা, পৃ. ২০২-২০৪
- ৯। ২১ জানুয়ারী ২০২২, রায়গঞ্জের নীলকুঠী এখন ভূতুড়ে বাড়ি, *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, মালদা এডিশন, পৃ. ১
- ১০। রায়, ধনঞ্জয়, ঐ, পৃ. ২০৪
- ১১। সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৫১-৫২
- ১২। দাস, জীবেশ. ১৯৯৮, *উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাস*, বিশ্বজ্ঞান, কোলকাতা, পৃ. ২২
- ১৩। সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৫৩
- ১৪। দাস, জীবেশ, ঐ, পৃ. ২২-২৩
- ১৫। Eustace, Carey. 1836, *Memoir of William Carey*, Boston, pg.190
- ১৬। West Bengal Notification No. 49 PI, Dated 8th January, 1941
- ১৭। দাস, জীবেশ, ঐ, পৃ. ২২-২৩
- ১৮। Eustace, Carey. 1836, *Memoir of William Carey*, Chapter-IV: Six Years in North Bengal; Missionary and Indigo Planter, Boston, PP. 102-103
- ১৯। দাস, জীবেশ, ঐ, পৃ. ২২-২৩
- ২০। ঐ, পৃ. ২৩
- ২১। ঐ, পৃ. ৩৮
- ২২। Eustace, Carey. 1836, *Memoir of William Carey*, Boston, pg. 182
- ২৩। চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ এবং গুপ্ত, শুভাশীষ, ঐ, পৃ. ৭৭
- ২৪। Eustace, Carey. 1836, *Memoir of William Carey*, Chapter-IV: Six Years in North Bengal; Missionary and Indigo Planter, Boston, PP. 107-108
- ২৫। ঐ

লেখক পরিচিতি:

সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ.
ই-মেলঃ pain.swapan@gmail.com